প্রকাশক :
জে. এম. সিংঘী
১১৩ মনোহর দাস কাটরা
কলিকাতা ৭

প্রথম প্রকাশ :
চৈত্র শুক্লা ত্রয়োদশী, ১৩৬৭

প্রচ্ছদ :
বিভূতি সেনগুপ্ত

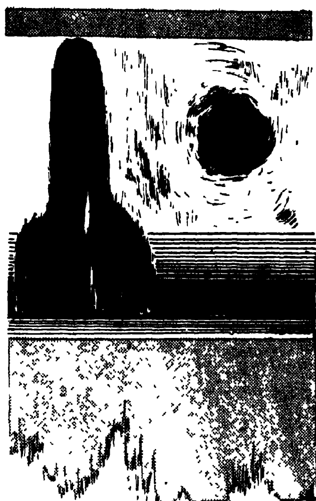
মুদ্রক :
দেবদাস নাথ, এম, এ, বি, এল
সাধনা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড্
৭৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

মুনি রূপচন্দ্রের কবিতাগুলি পড়ে মুগ্ধ হয়েছি বললে কিছুই বলা হয়না।

এ কবিতাগুলি পাঠকের চেতনায় যেন অতীন্দ্রিয় ঝংকার তোলে।

ভূমার যথার্থ ও গভীর উপলব্ধিতে সমস্ত সত্তা যখন শঙ্খের মত বেজে ওঠে এই কবিতাগুলি সেই মহৎ উত্তরণের রচনা।

[illegible]



অন্ধ চাঁদ

১

আস্থার এই গাভীদের
জড়ত্বের খুঁটিতে বেঁধো না,
বরং ঘুরতে দাও এদের
বন-বাদাড়ের এই আঁকাবাঁকা
পায়ে চলা পথে,
চরতে দাও খোলা গোচারণ ক্ষেত্রে,
সন্ধ্যা হতে হতে
এরা নিজেরাই ঘরের পথ নিয়ে নেবে।

২

ধানের দানার প্রলোভন দিয়ে
আমি ওখান হতে উড়াতে চাইলাম
ওই মাদি পায়রাটিকে
যে নিজের ডিমে
মমতার সেঁক দিচ্ছিল,
কিন্তু ওর চোখের
ওই এক নিমেষই
আমায় পরাভূত করে দিল,
যা আমায় বোঝাল
কি এভাবে শরীরের তৃপ্তির জন্য
কখনো আপন আত্মীয়কে
দূরে অরক্ষিত ছাড়া যায় না।
শরীরের সঙ্গে শরীরের বন্ধনত
শেষ কি পর্যন্ত রাখা যায়, ভেঙেই যায়,
কিন্তু আত্মা-আত্মায়ও এক বন্ধন হয়
যা হাজার চেষ্টা করা হোক,
তবু কখনো ভাঙা যায় না।

৩

কখনো গান ভালবাসতাম
আর, সেই ছিল আমার সংসার।
কিন্তু আজ মাটির সব গুণগুণই আমার স্বর
যা যে কোনখান হতেই শোনা যেতে পারে,
আর আমার রূপ? তার ছবি—
যা যে কোন খান হতেই দেখা যেতে পারে।
তাই আমায় কেউ ভুল পথে নেবে তা কখন সম্ভব?
টিকটিকি পোকা মাকড় গিলতে পারে
কিন্তু আলোকেও গিলে নেবে, সে অসম্ভব।
আমার দীপশিখাকে তাই বিরাম নিতে দাও
ও অন্ধকারের শূন্য কোল খিলখিল করা হাসিতে
আবার ভরতে দাও।

৪

জানলায় বসে উদাস পায়রা
ভিজে চোখে
কখনো বাইরে তাকাচ্ছে, কখনো ভেতরে।

সে দেখছে যে
ভিতরের জগৎ বিনষ্ট করা হয়েছে,
এখন এই অট্টালিকা ধ্বংসস্তূপ, নিশ্চুপ
আর বাইরের জগৎ গড়ে উঠে উঠেও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে,
কারণ ভিত অন্তঃসারহীন, মানুষ নিষ্প্রাণ,
পুরানো বাড়ী ভেঙে পড়ছে, নূতন তৈরী হচ্ছে না,
তাই এই দুই থামের মধ্যে
ঝুলে থাকা তারের ওপরই নিজের জীবন কাটাবার জন্য
সে কখনো এদিকে তাকাচ্ছে, কখনো ওদিকে।

সে ভাবছে
মনুষ্যত্ব এমন যে
যা ভেঙে গেছে তাকে গড়তে জানে,
যে রাস্তা ভুলে পথ হারিয়েছে
তাকে সোজা পথ দেখানো কর্তব্য বলে মানে,

কিন্তু আজ যে মানুষ রয়েছে
সে মনুষ্যত্ব চায় না,
নিজেত সব হারিয়ে আছেই
অন্যকে গড়ে উঠতে দেখতেও চায় না,
মাটি সরে যাচ্ছে, আকাশ পালিয়ে,
সে বেচারা আশ্রয়ের সন্ধানে
কখনো নীচে তাকাচ্ছে, কখনো ওপরে।

সম্ভবতঃ সে নিজের আকাশ ছেড়ে আসার জন্য
আজ মনে মনে পস্তাচ্ছে
ও মানুষের এই ভয়ংকর রূপ দেখে
নিজের আহত শরীর শিথিল করে জিরিয়ে নিচ্ছে,
কিন্তু সে উড়তে পারে না কারণ এ মানুষের পৃথিবী,
এখানে, সেই ডানা ভেঙে দেওয়া হয়
যা উড়বার প্রয়াস করে,
সেই চোখ গালিয়ে দেওয়া হয়
যা মাটির ঘরের সীমা ছাড়িয়ে
আগে দেখার চেষ্টা করে,
তাই সে নিরুপায়
কখনো চোখ বন্ধ করে তাকাচ্ছে, কখনো চোখ খুলে।

৫

ঊর্মিল জলে তোমার ঝিলমিল করা চেহারা
আকাশে যা যতখানি ওপরে,
জলে তা ততখানি গভীরে,
কিন্তু আমি অভাগা
না ওই ওপর পর্যন্ত যেতে পারি,
না তোমার গভীরতা পেতে পারি,
তাই তোমায় এখান হতেই প্রণাম করে নিই,
যুগ যুগ হতে পিপাসিত চোখের এই তারায়
তোমার প্রতিবিম্ব এখান হতেই ভরে নিই।

৬

পূর্ণিমার রাত
স্বপ্নের নীল অধিত্যকায়
হাসতে থাকা অন্ধ চাঁদ
পৃথিবীকে আলোকিত করার দম্ভ অবশ্যই করল,
কিন্তু সে নিজের অন্ধতা দূর করতে পারল না,
তাইত একদিন শুনলাম
অমাবস্যা তার হাসিকে গিলে নিয়েছে।

বর্ষা যখন অতিক্রান্ত
স্বপ্নের নীল বনানীর মধ্যে
অস্থির পড়ে থাকা পিপাসিত সরোবর
জীবন ভর দিল শীতল জল
ক্লান্ত শ্রান্ত ব্যাকুল পাখীদের,
কিন্তু সে নিজের পিপাসা দূর করতে পারল না,
তাইত একদিন শুনলাম
তার হৃদয় চৌচির হয়ে ফেটে গেছে।

আবার সেই শরৎ পূর্ণিমায় সকলে দেখল
অন্ধ চাঁদ
সরোবরের উজ্জ্বল জলে উঁকি মারার অভিনয় করছে,
আর সরোবর চাঁদের আলোর সেই উজ্জ্বলতায়
নিজের পিপাসার গভীরত্ব পরিমাপ করছে।

৭

ফাঁপা বাঁশে
সুরের এক ফুঁ ভরে দাও
তাই গান হয়ে যাবে,
ফাঁপা মাটিতে
সংবেদনার এক নিঃশ্বাস ভরে দাও
তাই দীপ হয়ে যাবে,
ফাঁপা স্বপ্নে
স্পর্ধার এক ভাব ভরে দাও
তাই হারও জিত হয়ে যাবে,
আর এই ফাঁপা সৃষ্টি হতে
জীবনের অমিত রস ঝরতে দাও নিরন্তর
সত্যি সত্যি রসময় সেই বর্তমান
ভাবী সন্তানের জন্য
সোনালী অতীত হয়ে যাবে।

৮

বন্ধু!

জীবনের অনেক অনেক বড় বাক্যের ওপর

তুমি যে পূর্ণ বিরাম (।) বসাতে চাইলে

তার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ।

কিন্তু তুমি ভাবলে না যে

আমার বাক্য

কেবল শব্দের ডাঁটিই জড় করছে না,

সেই অর্থভরা বীজ সেঁটে আছে তাতে

যা যেখানেই পড়ুক

সেখানকার মাটিকে শষ্প সবুজ করার ক্ষমতা রাখে।

৯

হাতের বিস্কুট
ছিনিয়ে নিলে
দুঃখ নেই,
ফুল হতে আতুর কলি
তুলে নিলে দুঃখ নেই,
কিন্তু ঠোঁটে পোরা বিস্কুট
গিলবার ওপর পাহারা,
ফুলের দরজায় দাঁড়ানো কলির
ফুটবার ওপর পাহারা,
কত বেদনা!
সহ্য হবে?

১০

আগুনে পোড়ানো খাঁটি সোনার মত
তোমার জীবন
এত অনাবিল, পবিত্র ও দীপ্তিময়
যে ব্যবহারের খাদ তাতে মিশতে পেল না,
ব্যস, এই একটুখানি অভাব
যার জন্য
তুমি কোন সৌন্দর্যের কানের কুণ্ডল হতে পারলে না।
সত্য আমাদের আদর্শ হতে পারে
কিন্তু নগ্ন সত্য রক্ষা করা যায় না,
কারণ সংসারে সংসারের মতই বাঁচতে হয়,
যার জন্য রসনা অক্ষম
তা কেবল চোখ দিয়েই পান করতে হয়।
তবুও সামঞ্জস্যের চেষ্টা করা হয়
সোনা ও খাদের মধ্যে,
তোমার ও ব্যবহারের মধ্যে,
ভালো, এতেও যদি কারো লজ্জা বাঁচে।

১১

জীবনের হাহাকার
মৃত্যুর চাইতেও বেশী ভয়ংকর।

মৃত্যুর চাওয়া
তার পরওয়ানা পাওয়া মাত্র
এই প্রাণ-পাখী যেন ছটফট না করে, নিজে হতে চলে যায়,
আর জীবনের চাওয়া
তার প্রত্যেক কামনা এই মানুষের
জীবন্ত লাশকে যেন একটু একটু করে জ্বালিয়ে যায়,
ধূঁয়ার পরে একটু একটু জ্বলা আগুন
ধক্ ধক্ করে জ্বলা আগুনের চাইতেও বেশী ভয়ংকর!

ধ্বংসস্তূপের পাথর গাইছে
সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত
কোন পৌরুষ চুপচাপ এখানে শুয়ে রয়েছে,
আর প্রাসাদ হতে কোন স্বর ভেসে আসছে
রাতদিনের বিলাসে ক্লান্ত
কোন পৌরুষ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে এখানে কাঁদছে,
হয়ত, কান্নাভরা আমীরীর এই দীর্ঘশ্বাস
দারিদ্র্যের অকলিত কামনার চাইতেও বেশী ভয়ংকর!

কিন্তু এই মানুষও বড় আশ্চর্য
যে বিনা প্রয়োজনে এমনি বেঁচে চলেছে,
আর বিষভরা সমুদ্র ঠোঁটে লাগিয়ে
শিব হবার প্রচেষ্টায় তা পান করে চলেছে,
কিন্তু সে জানে না
তৃণের আড়ালে লুকিয়ে থাকা সর্পিণী
গলায় জড়িয়ে থাকা সাপের চাইতেও বেশী ভয়ংকর!

১২

মাটির সন্তান
চায় স্বর্গের দেবতার বলিদান।

তার অশান্ত জ্বালায় নিজের সব কিছু হোম করে
আরত কি, নিজের জীবনকেও করল রিক্ত,
তার ফাঁপা শেকড়ে নিজের রক্ত সেঁচে সেঁচে
মানুষের চোখে করল তাকে ভগবান,
কিন্তু আজ সে চায় বরদান রূপে
আর কিছু নয়, কেবল মানুষের সম্মান।

সে চায় না সেই দেবত্ব
যাতে স্বাচ্ছন্দ্য আছে, বিলাস আছে,
পূজনীয়র নামে মানবতার উপহাস আছে,
বরং সন্দেহের মসিতে লিপ্ত,
ও তার মৃতদেহবাহী খাটিয়ার নীচে
নিষ্পাপ শিশুর মত নিয়োজিত,
সে চায় তার কাছে কেবল কৃতজ্ঞতার প্রমাণ।

সে দেখে নিয়েছে
মাটি কি? আকাশ কি?

আর জেনে নিয়েছে
মানুষ কি? ভগবান কি?
মাটি : ছাই ঢাকা সেই অংগার
যা চাঁদ ও সূর্যকে জ্বলতে শিখিয়েছে।
মানুষ : পংগুর বগলের সেই লাঠি বা অবলম্বন
যা ভগবানকে চলতে শিখিয়েছে।
আজ সে বিনম্র কিন্তু স্বাধিকারে
চায় নিজের নগ্ন প্রশ্নের সমাধানের পরিধান।



কলা অকলা

প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৭

১

রামধনু রঙে ফুটে ওঠা তোমার মঞ্জুল চেহারা
কি ততখানি স্থির
যতখানি এই রঙ বেরঙের রামধনু?
আমারত মনে হয়েছিল, যেন তুমি নেই,
কেবল রঙের ওপর রঙ।

ঢেউয়ের ওপর ভাসতে থাকা মরালীদের মধ্য হতে
যখন তুমি চাইলে আমার দিকে,
তখনো কোথায় সামলাতে পেরেছিলাম নিজেকে?
ওমনি বুঝেছিলাম ঢেউয়ের ওপর ঢেউ।

কিন্তু যখন তুমি বললে—
ঢেউ ও রঙে আমি হারিয়ে গেছি,
জল আর আকাশের আমি কি জানি,
রূপই যে দেখে অরূপ কি সে চেনে,
সত্যি বলছি, সেই হতে আমার পায়ের তলার
মাটি সরে গেছে।

২

এখন এখানে কেবল ক্যাকটাস,
কাল পর্যন্ত এখানে ছিল
গোলাপ, চামেলী, সদাবাহার।
দিন-ভর পাখীরা এক ডাল হতে অন্য ডালে
লাফিয়ে বেড়িয়েছে,
দিনভর পাড়ার ছেলেরা
ফুল ছিঁড়ে ফিরেছে,
দিন-ভর চিঁ-চিঁ-চিঁ, ফর্‌র্‌-ফর্‌র্‌
এখন কেবল গামলায় গামলায় ক্যাকটাস
দাঁড়িয়ে রয়েছে।
কারো মন নেই ওদের ওপর বসে,
ওদের ছোঁয়,
সব মগজেও কি এখন ক্যাকটাস গজাবে?

৩

তুমি ?
যে আমার সামনে,
যে সব রকমে অব্যবহিত, অনাবৃত, স্ফটিক-স্বচ্ছ
আর নূতন পরিচয়ের চোখে স্বচ্ছন্দ, নির্বন্ধ,
এত কাছে যে
হাতে হাত ঠেকে যায়,
নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাস প্রতিহত হয়,
তবুও একে অন্যকে ছুঁতে পারি না,
মনে মনে অবশ্য গুণগুণ করি
কিন্তু এত সজাগ যে
ঠোঁট যেন না খুলে যায়।
আর আমি জানি
ডালে বাঁধা ফুল
আপন কোষ-অধরে কেন রাখে কুঙ্কুম।
তুমি ?
যেন জোয়ার নামতে থাকা সমুদ্র
সন্ধ্যার ডুবু ডুবু সূর্যের দিকে তাকিয়ে রয়েছ।

৪

আমি সব কিছু কেটে কুটে
এক একটি অঙ্গ সূক্ষ্ম ভাবে দেখলাম
ত পেলাম
ব্যাঙ ও মানুষে কোন পার্থক্য নেই,
আকারে,
ভাববার প্রক্রিয়ায়,
বাঁচবার মমত্বময় ভাবনায়,
কেবল এছাড়া
ব্যাঙ মনোরঞ্জনের জন্য মানুষের ওপর ঢিল ছোঁড়ে না।

৫

মাটিইত ছিলাম
উর্বরাও,
কিন্তু না আমায় বোনা হয়েছে,
না সেঁচা,
বর্ষার জল অবশ্য আমার ওপর পড়েছিল,
যা যা গজাবার ছিল, গজিয়ে গেল,
আওয়ারা সন্তান, কাঁটা গাছ, আকন্দের পাতা,
ঘাস, আগাছা,
এদের হতে অন্যের কষ্ট,
(আমারো কি কম?)
তবু যে কোনও রূপে গজাব না কেন?
মাটি যে ছিলাম,
উর্বরাও।

৬

এক যে ছিল অজগর
বিশালকায় দৈত্যের মত মুখ হাঁ করে,
অনেক গাছপালাকে নিজের মধ্যে জড়িয়ে,
কিন্তু বুড়ো, বীর্যহীন শক্তির কেবল ইতিহাস নিয়ে।
আমার ওর সঙ্গে লড়াই করার ছিল,
করলাম,
বিশ্বাস ছিল ওর শরীরকে চিরে ফেলব
শুকনো কাঠের মত,
কিন্তু পারলাম না,
ও আমায় গিলে নিল তার কূপ-উদরে।
কিন্তু পরিপাক করতেও পারল না,
গাছের গুঁড়িতে জড়িয়ে জড়িয়ে
আমাকে দুমড়ে মুচড়ে ফেলার প্রয়াসে
একদিন ও নিজেই দম ফুরিয়ে ফেলল।
আমি আজও বেঁচে আছি,
যতদিন ও বেঁচেছিল
ওর নিঃশ্বাসে বেঁচেছিলাম,
আজ ওর ক্ষত বিক্ষত শরীর হতে
না জানি অন্য কোথা হতে
নিঃশ্বাস নেবার মত হাওয়া আসে, আমি বেঁচে থাকি,
ও মরে গেছে, আমি বেঁচে আছি।

৭

অনেক দূরের পথ পার হয়ে আসছি আমি,
মধ্যে মধ্যে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ি
এক ঢোক মদ গিলে নিই
এক নিঃশ্বাসে,
আবার এক লক্ষ্যহীন দিকে চলতে থাকি।
অনেক চোখ আমাকে নিষ্পলক চেয়ে দেখছে,
অনেক স্বর আমাকে নিজেদের দিকে ডাকছে,
আমি মন্ত্রবিদ্ধ প্রেতের মত
আকর্ষিত হয়ে চলেছি নিরন্তর,
প্রত্যেক চোখে আমার চোখের ছায়া নিয়ে,
প্রত্যেক স্বরে আমার স্বরের প্রতিধ্বনি নিয়ে,
জানি না কেন আমি ওদের বিশ্বাস করে ফেলি,
আর চলতে থাকি ওদের দিকে।
তবুও চলতে থাকি,
কেননা মদের নেশায় আমার চোখের পাতা ভারী,
অরূপ হতে দূরে আমি
কোন রূপ আমায় ধন্য করেছে।

৮

অগণিত গ্রামের অন্তরালে বিস্তৃত
এই দীর্ঘ-তপস্বিনী পথ
মৌন, গম্ভীর, দুর্ধর্ষ, অজেয়,
সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা,
জীবনের প্রতিও যদি আমাদের
এই আস্থা সম্ভব হত!

৯

প্রত্যেকবার আমি নিজেকে অস্বীকার করতে থেকেছি,
লোকে ভাবে,
আমি বদ্ধ হয়ে যাচ্ছি,
আমার ত মনে হয়
আমি মুক্ত হয়ে যাচ্ছি।

১০

সূর্যোদয়ের আগে—

উঠতেই শুনলাম জীবন-নিগমের ন'তলা হতে
পঁচিশ বছরের এক যুবক লাফিয়ে পড়ে
আত্মহত্যা করেছে,
পেছনের মাঠে
কাল যে বেওয়ারিশ লাশ পড়েছিল
তার জন্য
রাত-ভর গলির কুকুর নিজেদের মধ্যে
মারামারি কাড়াকাড়ি করেছে,
সামনে দূর বিস্তৃত কালনাগিনীর মত সড়কের ওপর
এক মানুষ-আকৃতি নির্দয়ভাবে বলদ দুটো পিটতে পিটতে
গাড়ী ঘেষটে নিয়ে চলেছে,
সামনের মোড়ে ধাক্কা খাওয়া গুঁড়িয়ে যাওয়া বাস দুটো
বিশালকায় দৈত্যের মত ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে,
সবখানে একই প্রশ্ন—আপন অস্মিতার,
তার চেয়েও বড়, তাকে ভাঙতে পারার ব্যবস্থার,
তার চেয়েও বড়, তাকে ভাঙতে পারার বিবশতার,
আমি উঠে জানলা বন্ধ করতে যাই

কিন্তু পারব না,
ভাঙা কাঁচের ছড়িয়ে থাকা টুকরো
আমার পায়ে ঢুকে গেছে,
দেখোতো তুমি, আর একটা দুর্ঘটনা হয়ে গেল।

১১

জানি না

        আজ পর্যন্ত কি রকম বাঁচলাম!

যাও বা বাঁচলাম,

যে ভাবেই বাঁচলাম,

        বেঁচে নিলাম!

অনুতাপ নেই,

পশ্চাত্তাপ ---?

এই যে

পোকা মাকড়ের মধ্যেই বাঁচলাম।

তুষ্টি ---?

এই যে তাদের মত বাঁচি নি।



অর্ধবিরাম

প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৯

১

আশপাশে উঠতে থাকা হাজারো শব্দের মধ্যে
হারিয়ে দিতে চাই এক শব্দকে
কিন্তু মনে হয়,
প্রত্যেক শব্দে সেই শব্দের জন্য এক অর্থ আছে।

আশপাশে ভেসে যাওয়া হাজারো মুখের মধ্যে
হারিয়ে দিতে চাই এক রূপকে
কিন্তু মনে হয়,
প্রত্যেক মুখে সেই রূপের জন্য এক আকার আছে।

আশপাশে মাটি-সরস-করা হাজারো জলবিন্দুর মধ্যে
হারিয়ে দিতে চাই এক জলবিন্দুকে
কিন্তু মনে হয়,
প্রত্যেক জলবিন্দুতে সেই জলবিন্দুর জন্য এক রস আছে।

আশপাশে হাসতে থাকা হাজারো ফুলের মধ্যে
হারিয়ে দিতে চাই এক গন্ধকে
কিন্তু মনে হয়,
প্রত্যেক ফুলে সেই গন্ধের জন্য এক হাসি আছে।

আশপাশে রোমাঞ্চ-তোলা হাজারো স্পর্শের মধ্যে
হারিয়ে দিতে চাই এক স্পর্শকে
কিন্তু মনে হয়,
প্রত্যেক স্পর্শে সেই স্পর্শের জন্য এক রোমাঞ্চ আছে।

আমি দ্বিধায় পড়ে যাই,
আমি কি কারো অর্থ,
আকার
রস
হাসি
ও রোমাঞ্চ ছিনিয়ে নিতে পারব?

২

এক শব্দ
যে কোন খানে দাঁড়িয়ে
শুনতে আরম্ভ করি আমি,
আর লোকে ভাবে,
আমি মদ খেয়েছি।

এক রূপ
যে কোন খানে দাঁড়িয়ে
দেখতে আরম্ভ করি আমি,
আর লোকে ভাবে,
আমি নেশায় আছি।

এক বিন্দু জল
যে কোনখানে দাঁড়িয়ে
পান করতে আরম্ভ করি আমি
আর লোকে ভাবে,
আমি জ্ঞান হারিয়েছি।

এক গন্ধ
যে কোন খানে দাঁড়িয়ে

শুঁকতে আরম্ভ করি আমি,
আর লোকে ভাবে,
আমি মন-মাতাল হয়েছি।

এক স্পর্শ
যে কোন খানে দাঁড়িয়ে
যার জন্য হাত মেলে দিই আমি,
আর লোকে ভাবে,
আমি পাগল হয়েছি।

আমারত আফসোস এইই,
আজ পর্যন্ত কোথায় হতে পারলাম আমি?

৩

আজ আরো এক সূর্যকে
ফাঁসী কাঠে লটকে দেওয়া হল,
অভিযোগ ছিল তার ওপর এই যে
আমাদের ঘুলঘুলি, খিড়কী ও দরজায় জবরদস্তি ঢুকে
সে অশিষ্টতার পরিচয় দিয়েছে,
পর্দায় ঢাকা আমাদের নগ্নতাকে অনাবৃত করে
সে অশ্লীলতার পরিচয় দিয়েছে,
আমাদের আস্থায় আঘাত দিয়েছে,
চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে
আমাদের অনুযায়ীদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে,
এর বেঢব চালে
আমাদের ব্যবসায়ে অনেক ক্ষতি হয়েছে,
আমাদের সম্মানে ঘা লেগেছে,
আমাদের স্বাভিমানে চোট লেগেছে,
আরো কিছু অভিযোগ ছিল তার ওপর,
কুমারী সংস্কৃতিকে ফুসলাবার,
চুরির, বাটপাড়ির,
কিন্তু সব চেয়ে বড় অভিযোগ এই ছিল যে
সে অন্ধকারকে আলোকিত করার চেষ্টা করেছে,

দিনে দুপুরে ঘরে, অফিসে,
মন্দিরে, গীর্জায়
গলিতে গলিতে, সড়কে সড়কে, চৌমাথায় চৌমাথায়
আগুন লাগাবার প্রয়াস পেয়েছে,
এই সব অভিযোগের জন্য
বিনা কোনো শুনানী
(হয়ত তার কিছু বলারও ছিল না)
এক বড় ভিড়ের সামনে
আরো এক সূর্যকে আজ
ফাঁসী কাঠে লটকে দেওয়া হল,
আর লোক কানাকানি করতে করতে
যার তার বাড়িতে ঢুকে গেল
অন্ধকারের সুযোগ নেবার জন্য।

৪

দিন দিন ভর
রাত রাত ভর
আকাশ গর্জাতে থাকে,
ঝড় ও ঝঞ্ঝার সঙ্গে
জল পড়তে থাকে,
মাটি গলে গলে বয়ে যায়,
আর পথ রয়ে যায়
কেবল ছুঁচলো পাথরের এবড়ো খেবড়ো কাঠামো।
এই খোঁচায় ভরা জীবনের দায়িত্ব
কি এখন পথের ওপর?

৫

কে বলল
সংজ্ঞাহীন আমার এই জীবন!
আমিত একসঙ্গে অনেক সংজ্ঞায় বেঁচে আছি,
এজন্য সংজ্ঞা হতে বিচ্ছিন্ন হওয়া অভিব্যক্তি
আমার নয়,
একদম নয়।
আমি যা আছি
তা স্বীকার করতে আমার একটুও সঙ্কোচ নেই--
আমার মধ্যে আগ্নেয়গিরির মত প্রজ্বলন্ত এক আগুন আছে,
মন্দ্রিত উত্তাল সমুদ্রের মত এক ঝঞ্ঝা আছে,
তরঙ্গের পর নতিত চন্দ্রিকার মত এক উম্মাদ আছে,
অভিসারের জন্য ব্যাকুল যৌবনের মত উচ্ছলতা আছে,
খুবলে নেওয়া বিকৃত লাসের মত ভয়ঙ্করতা আছে,
মাংস খামচাতে থাকা শকুনের মত ক্রূরতা আছে,
আর গভীর হতে গভীরে বিঁধে যাওয়া ছুঁচলো কাঁচের
টুকরোর মত আমার মধ্যে অহং আছে,
কিন্তু তুমি কি দেখনি
আমার মধ্যে কিছু এমনো আছে
যা আমার বিবরের আশেপাশে কাউকে ঘুরতে দেখে

গরগর করলেও ঝপ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে না,
ঝাঁপিয়ে পড়েও ঝট করে খামচায় না,
খামচিয়েও একথা ভাবে
সহানুভূতি দেখিয়ে প্রথমে কান্নাকাটি করি
তারপর কাছে পিঠে কাউকে না দেখে
তাকে খাই,
আর এমনো কিছু আছে
ভার বইতে থাকা বলদের ওপর তীক্ষ্ণ চাবুকের প্রহার দেখে
যার একথা মনে হয় যে
আমারি চামড়া ছিলে ছিলে যাচ্ছে,
হল টানতে থাকা কৃশকায় কংকাল দেখে
যার মনে হয় যে
আমারি পেট ও পিঠ এক হয়ে যাচ্ছে,
আর ক্যালেণ্ডারের মত
রক্ত চোয়াতে থাকা মাংস পিণ্ড দেখে
যে ছটফটিয়ে ওঠে
যেন তারই মাংস কেটে এখানে লটকে দেওয়া হয়েছে,
একের অন্যের প্রতি আমাদের এই যে অহেতুক ভালবাসা,
না চাইতেও একের অন্য হতে দূরে থাকার,
বা একের অন্যের সঙ্গে জুড়ে থাকার যে সংস্কার আছে,
তা থেকে আলাদা হয়ে
কেবল এই মুহূর্তে,
ভূত ও ভবিষ্যৎ অস্বীকার করা এই মুহূর্তে,
কি করে আমি বাঁচতে পারি,
আকাশের মত নিরবধি অস্তিত্বে
নক্ষত্রের মত আমার অনন্ত অনন্ত অভিব্যক্তি,
এদের সংজ্ঞাহীন অস্তিত্বের সংজ্ঞা কি করে দিতে পারি?

৬

সেই ইতিহাস গড়তে
আমি তোমার সরিক হতে পারি না
যা তুমি থুতু দিয়ে লিখতে চাও,
রক্ত দিয়ে নয়।
হতে পারে
তোমার এই যাত্রার ভবিষ্যৎ স্বর্ণিম,
অলৌকিক সুষমায় মণ্ডিত,
শাস্ত্র সমর্থিত, অখণ্ডিত,
তোমার স্বাগত করতে
ইন্দ্রের হাজার হাজার হাতী আকুল
যাদের এক একটি দাঁতে আট আটটি সরোবর,
এক একটি সরোবরে লক্ষ লক্ষ পদ্ম,
এক একটি পদ্মে লক্ষ লক্ষ পাপড়ি,
এক একটি পাপড়িতে,
বত্তিশ-বত্তিশটি নাট্য প্রদর্শনকারী
দিব্যাঙ্গনা।

তারপরেও
আমি তোমার এই যাত্রায় সামিল হতে পারি না,

যা অনুভব করি নি,
যা স্বর্গীয় প্রলোভন দিয়ে
আমার আত্মাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে,
অবাধ স্বাতন্ত্র্যের নামে
বৌদ্ধিক দাসত্বকে প্রশ্রয় দেবার প্রয়াস করেছে।

আর হতে পারে,
আমার যাত্রার শেষ মৃত্যুতে,
সদাসর্বদার জন্য মরে যাওয়া মৃত্যু,
কিন্তু আমি সেই মূল্যবোধকে কি করে অস্বীকার করব,
যাদের শাস্ত্রীয় সমর্থন না থাক,
কিন্তু যাদের প্রতি নিঃশ্বাসে আমি বেঁচেছি,
নিজের প্রাণের অংশ দিয়ে
যাতে প্রাণ সঞ্চারিত করেছি,
এই গাছ, এই গুল্ম, এই লতা
আর এদের এই গন্ধভরা ফুল,
যাদের হাসিকে তুমি গোলাপী হাসি বলছ,
এরা কি রক্ত রঞ্জিতই নয়?
তুমি এই নিরীহ কলিকে ভেঙে দেখতো
এর মধ্যে আমার রক্তই কি সঞ্চিত নেই?
এরপর যদি আমি সদাসর্বদার জন্য মরেও যাই
আমার তার একটুও দুঃখ নেই।

৭

কি করি আমি এমন জ্যোতির্ময় সূর্য নিয়ে
যা আমায় এ অনুভব করতে বাধ্য করে
আমি অন্ধ।

কি করি আমি এমন অমৃতময় চাঁদ নিয়ে
যা আমায় অনুভব করতে বাধ্য করে
আমি আগ্নেয়গিরি।

কি করি আমি এমন উর্মিল সাগর নিয়ে
যা আমায় অনুভব করতে বাধ্য করে
আমি মরুভূমি।

কি করি আমি এমন ত্রৈকালিক শাস্ত্র নিয়ে
যা আমায় অনুভব করতে বাধ্য করে
আমি মূর্খ।

কি করি আমি এমন সর্বশক্তিমান ভগবান নিয়ে
যা আমায় অনুভব করতে বাধ্য করে
আমি পঙ্গু।

আমিত সেই সূর্য,
সেই চাঁদ,
সেই সমুদ্র,
সেই শাস্ত্র,
সেই ভগবান স্বীকার করতে পারি
যা আমার জ্যোতি,
আমার অমৃততা,
আমার সরসতা,
আমার জ্ঞানবত্তা,
আমার গতিমত্তা ও শক্তিমত্তাকে
এই বলে উৎসাহিত করে যে
আমিত তোমার বিশ্বাস মাত্র!

৮

এক নিরাকার কল্পনা
কত ভিত্তিহীন আকারের জন্ম দিয়েছে
যে এরা একে অন্যকে বলছে মতিচ্ছন্ন,
যখন মতির প্রশ্নই উঠছে কোথায় এখানে!

রোজ এক ভিড় জমা হয়,
রোজ কান কালা করা এক সোরগোল হয়,
তার মধ্যে
রোজ জোরে জোরে ঘন্টা টনটন করে ওঠে,
অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে ভয়ঙ্কর দৈত্যের মত,
আর কিছু ফুল শহীদ হয়ে যায়।

রক্তমাখা হাজার হাজার হাত যুক্ত হয়
আর একটি খুনের প্রার্থনা করতে করতে
যা তাদের করতে না হয়, আপনিই হয়ে যায়,
ওদেরত মাংস রক্ত ও চামড়ার প্রয়োজন
যা তারা পেয়ে যায়।

আর পাপের ভারে নোয়া হাজার হাজার মাথা ঝুঁকে যায়
আবার নূতন পাপের ভার বইবার সামর্থ্য পেতে

যা ওদের করতেও হয়,
তবুও তার না মনে হয়,
ওদেরত প্রশস্তিপত্র, যশোগান ও ফুলের মালার প্রয়োজন,
যা তারা পেয়ে যায়।

আর গুণটানা জ্যায়ের মত সণ্টাঙ্গে নত হয়
হাজার হাজার শরীর,
যেন তাদের নিক্ষিপ্ত তীর লক্ষ্য বেধে অব্যর্থ হয়,
কিন্তু যাতে শব্দ না হয়,
লক্ষ্য হতেও চীৎকার না ওঠে,
ওদেরত শিকারের প্রয়োজন
যা তারা পেয়ে যায়।

রোজ এক কামনা,
রোজ এক প্রার্থনা,
রোজ এক অর্চনা,
রোজ এক আশীবাদ--তথাস্তু,
কেবল চোখের সাখ্য সেখানে হয় না।

৯

গোল গোল ইডলীর মত
এসে পড়েছে আমার সামনে লোভন দিন
যেন আমি একে খাই
ও নিজের পেটের আগুন নেবাই।

সাদা কাগজের টুকরোর মত
ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে আমার হাতে আনকোরা দিন
যেন আমি এতে কিছু লিখি
যা অর্থহীন না কেন হোক,
তবুও ভাবী প্রজন্মের চোখে
আমি অপরের চেয়ে পৃথক
(নপুংসক বামন না কেন হই) দেখাই।

সাবানের ফেনার মত
ফেলে দেওয়া হয়েছে বাথরুমে এক টুকরো দিন
যেন তার রশ্মি শরীরে ঘষে ঘষে আমি স্নান করি,
ও নিজের কুৎসিত শরীর উজ্জ্বল করি।

টিনোপলে ধোয়া কাপড়ের মত
উছলে দেওয়া হয়েছে এক উজ্জ্বল দিন

যেন ওটা পরে নিজের নগ্নতাকে ঢাকি,
নিজের বিভৎসতা যদি দূর করতে নাও পারি
তবুও যা দেখে কোন সৌন্দর্য না কাঁপে।

ভীত সঙ্কুচিত খরগোসের মত
কোনায় ডুবকি মেরে বসে আছে ভীতু দিন
যেন আমরা অন্যকে নির্বিবাদে বাঁচতে দি,
নিজেও নির্বিবাদে বাঁচি,
প্রকৃতির রন্ধ্র রন্ধ্র হতে ঝরে ঝরে বয়ে যাওয়া
রস অন্যকে পান করতে দিই,
নিজে পান করি।

১০

আর আমায় এই বাড়ী ভাঙতেই হবে,
আমি জানি
নূতন বাড়ী নেই আমার কাছে থাকার জন্য,
হাড় কাঁপানো শীত ও বর্ষা
        আমায় খোলাতেই সইতে হবে,
চড়চড়ে রোদেও
        খোলা আকাশের নীচেই রইতে হবে,
কিন্তু তবুও এই বাড়ী আমায় ভাঙতেই হবে।
হয়ত তখন আমি
নূতন বাড়ীর প্রতি অধিক সততার পরিচয় দিতে পারব,
তার জন্য অধিক শ্রম ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে পারব,
নয়ত
এই বাড়ীর এক একটি ইঁটে আমার এত মায়া পড়ে গেছে,
এর অন্ধকার সিঁড়ি,
        স্যাঁৎস্যাঁতে ঘর,
        জল চুয়ানো ছাদে এত মোহ,
আর যে মোহর জন্য
        প্রত্যেক অন্য বাড়ীর প্রতি মনে এত বিদ্রোহ,
        যে একে আমি ভাঙতে পারব না,

আর এ আমায় ছেড়ে না দিলে
তার আগে আমি একে ছাড়তে পারব না।
যখন লোকে আমাকে
এর ধ্বংস স্তূপ হতে বার করবে
তত দিনে হয়ত আমি মরে গিয়ে থাকব,
বা আমি নিজের জ্ঞান হারিয়ে থাকব,
সেই অজ্ঞান অবস্থায়ও
এই বাড়ীর প্রতি আমার ভালবাসা কম হয়ে যাবে না,
সেই জীর্ণতায় গড়া সংস্কার দূর হয়ে যাবে না,
আমি আবার নূতন বাড়ী তৈরী করার সময়
সেই সড়া-পচা ইঁট,
ক্ষয়ে যাওয়া পাথর,
তার ভিতে ভরবার চেষ্টা করব
সেই রাবিশ দিয়ে দেওয়াল তুলে
তার ওপর সিমেন্টের পলেস্তরা দেবার প্রয়াস করব,
এই ভাবে আবার
আমি মোহের সাপকে
দুধ খাওয়াবার প্রযত্ন করব,
আবার নিজের মরা শরীর
কৃত্রিম শ্বাস দিয়ে বাঁচাবার চেষ্টা করব।
এর চাইতে কি এ ভালো নয়
আমি এই মিথ্যা মোহ ছেড়ে দিই?
আর এখন
যখন সময় হয়েছে
এই বাড়ীকে নিজের হাতেই ভেঙে দিই।

১১

আজ বাজারে সর্বত্র
প্রভুভক্ত সেই বলদের কথাই হচ্ছিল
যে নিজের মালিকের ভার বইতে বইতে
হাসতে হাসতে মরে গিয়েছিল।
লোকে বলছিল,
বড় সরল ছিল বেচারা,
ক্ষুধা তৃষ্ণার পরোয়া না করে
জীবন ভর যে নিজের মালিকের ইশারায় দৌড়তে রইল
আর মরা পশুর হাড়ের গাদি হতে
ছলছলানো মদের বোতল,
আফিম, গাঁজা,
চোরাই ঘড়ি, ট্রাঞ্জিস্টার,
ভাগিয়ে আনা মেয়ে
যা কিছু গাড়ীতে চাপিয়ে দেওয়া হত,
ভ্রূ একটুও কুঞ্চিত না করে,
ঝড় ঝাপটার বুক চিরতে চিরতে,
সে তাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দিত,
নিজের প্রাণ বিপন্ন করেও
আইনের ফাঁস হতে মালিককে বাঁচিয়ে দিত,

কিন্তু কখনো জোয়াল নামিয়ে ফেলার
অপরাধ সে করেনি,
আর নিজের দীর্ঘশ্বাস
চোখ ও ঠোঁটের মধ্যে চাপতে চাপতে
সে কাউকে বুঝতে দেয়নি
যে তার মধ্যেও বিদ্রোহের
কোনো আগ্নেয়গিরি প্রধূমিত হচ্ছিল
কি কোনো ঝড় কুণ্ডলিত হচ্ছিল
যা তার জর্জর দেহকে একই থাপ্পড়ে ধ্বংস করতে' চাইছিল,
ক্ষুধার জ্বালায় নিজের পেট ও পিঠ এক হতে দেখেও,
ন্যায়, সত্য ও সততার মূল্যবোধকে অবহেলিত হতে দেখেও
সে সর্বদা মালিকের মূল্যবোধের প্রশংসা করতে রইল
ও তার স্নেহভরা পিঠ চাপড়ানি ও আদরের
প্রশস্তি গাইতে রইল
ও রাতদিন গন্তব্যের পর গন্তব্য অতিক্রম করতে রইল
দৌড়তে রইল
শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত দৌড়তে রইল।
সহানুভূতির স্বরে
আজ এই কথারই চর্চা হচ্ছিল বাজারে,
বড় প্রভুভক্ত ছিল বেচারা!

১২

নিজের সমস্ত দামী কাপড় নামিয়ে নামিয়ে
সে ফেলে দিল ময়লা আবর্জনার স্তূপের ওপর,
সেই হতে সেই ন্যাঙটা ধুধুম
চক্কর লাগাতে থাকত সহরের চক্করদার গলিতে
বাজে কাগজ, ছেঁড়া ফাটা কাপড় কুড়োতে কুড়োতে।

সে যেখানে যেত
বাচ্চাদের এক বড় দঙ্গল ওর পিছু হয়ে যেত,
সে তাদের স্নেহভরা চোখে দেখত,
বাচ্চারা ভয় পেয়ে পালিয়ে যেত,
আর সে তখন সন্ত্রস্ত ভাবে
পড়বার চেষ্টা করতে থাকত
সেই বাচ্চাদের ছককাটা ভবিষ্যৎ
যাদের এক বড় রকম দেওয়ালের ওপর
পেরেক ও খুঁটির মত ঠোকার চেষ্টা করা হচ্ছে,
যাদের শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কামরায়
এখন হতেই
পাখা ও টিউব লাইটের মত
নিজের পছন্দসই জায়গায় লটকাবার
প্রয়াস করা হচ্ছে,

আর যাদের আত্মহত্যার জন্য এখন হতেই
বিবশ করা হচ্ছে,
শেষ নিঃশ্বাস নেওয়া
যাদের অ-মৃত লাশের ওপর
এখন হতেই কাক, চিল ও শকুন পাক দিচ্ছে,
আর এই লাশেদেরও নিজের মাংস খামচে নেওয়া পছন্দ
কারণ তাদের মধ্যে ঠুসে দেওয়া হয়েছে এই ধারণা
যে এতেই এক স্বর্গীয় আনন্দ আছে,
তাই তার মনে হয়
এরপর ভাববার সব দরওয়াজা বন্ধ।

সে ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কেঁদে পড়ত,
তার আশেপাশে
লেখাপড়া জানা সমঝদার লোকের
এক ভালোরকম ভিড় জমা হয়ে যেত,
তখন সে নিজের চোখের জল চাপতে চাপতে
অনেক ঘৃণা ও তিরস্কারের সঙ্গে
সেই ভিড়ের ওপর থুতু ফেলতে ফেলতে
গালি দিতে দিতে,
ধূলো ছিটোতে ছিটোতে,
আর মনে মনে হাসতে হাসতে,
পালিয়ে যেত আবার চক্করদার গলিতে
ফেলে দেওয়া বাজে কাগজ কুড়োবার জন্য,
তাতে লেখা নূতন প্রজন্মের ভবিষ্যৎ পড়বার জন্য,
ছেঁড়া কাপড় একত্রিত করে লজ্জা নিবারণের জন্য,
আর পেছন হতে লোক নিজেদের মধ্যে ফিসফিস্ করত,
বড় সমঝদার ছিল লোকটি,
বেচারা পাগল হয়ে গেছে!

১৩

খুনী সূর্য
জানি না,
কত নিরীহ প্রাণকে
তপ্ত কিরণের মর্মান্তিক খোঁচা দিয়ে
ছেড়ে গেছে
রাতভর ছটফট করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবার জন্য,
তরঙ্গ তাকে ধরেও ছিল
হাতেনাতে,
কিন্তু কোন খবরের কাগজই ছবি ছাপার
সাহস করতে পারল না,
সমস্ত ঝলক জলে গুলে গুলে ধুয়ে গেল।
দ্বিতীয় দিন
খবরের কাগজের বড় বড় স্তম্ভে
সূর্যের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী ছাপা হল।

১৪

সত্যি সত্যিই আমি
নিজেরই সঙ্গে লড়াই করে ভেঙে গেছি,
ভেঙে চুরমার হয়ে গেছি।

আয়নায় বসা পাখীর মত আমি
যে নিজেরই ছায়াকে শত্রু ভেবে
তার ওপর
নিজেরই ঠোঁট দিয়ে আঘাত করতে বাধ্য হয়েছি।

কাঁটা বসানো পাঁচিল ঘেরা
জেল খানার কুঠরীর মত আমি
যে নিজেরই মধ্যে দেয়াল তুলে তুলে
নিজের হতে দূর হয়ে গেছি।

ক্ষুধার্ত শকুনের মত
নিজের মাংস খামচাতে
(যা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না)
এত নির্দয় ও ক্রুর হয়ে গেছি।

কি জানি

কি পর্যন্ত আমাকে

এভাবে নিজের সঙ্গে লড়তে হবে!

কি পর্যন্ত?

১৫

তুমি আমায় প্রশ্নের জন্য উসকাচ্ছ,
          কিন্তু তোমার কাছে কোনো সদ্ভাবও আছে?
আমি জিজ্ঞেস করি—
লক্ষ কোটি মানুষের পেটের আগুন নেবানো এই হাত
          এক এক দানার জন্য আতুর হয়ে
নিজের পেটে পাথর বেঁধে কেন শুয়ে রয়েছে?
লক্ষ কোটি মানুষের নগ্নতা ঢাকা এই হাত
          নিজের লজ্জা নিবারণের
ছেঁড়াফাটা কাপড়ের টুকরোর জন্য কেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাদছে?
লক্ষকোটি মানুষকে রোদ ঝড় জল হতে বাঁচাতে
          দিনভর ইঁট ও সুরকি বওয়া এই কংকাল
পচা নালার ধারে তৈরী কাঠখড়ের কুঠরী
          ও ফুটপাথেই নিজের জীবন কেন কাটাচ্ছে?
আর এই শস্যশ্যামলা দেশের অন্নদেবতা
          নিজের ক্ষুধা মেটাবার জন্য
          ফেলে দেওয়া এটো পাতা কেন চাটছে?
আমরা কি মিথ্যা মান্যতার কেল্লা
          আজও ভাঙতে পেরেছি?
সমাজবাদী মূল্যের ঢোল পিটোলেও
          সাম্রাজ্যবাদী মূল্য কি ছাড়তে পেরেছি?

সেই সামন্ত সাহী, সেই বুর্জোয়া শাসন,
ধর্ম ও পুণ্যের নামে বাহবা পাওয়া ভিক্ষাটন,
হাজার হাজার কাঁধে বসে
বার হওয়া ভগবানের মূর্তি,
ধর্মের নামে রাষ্ট্রে ও রাজ্যে
আরো বড় বড় দেওয়াল তোলার প্রস্তুতি,
জাতি ও ভাষার নামে
মানুষের প্রতি মানুষের মনে ঘৃণা ভরা,
ও তারি ভিত্তিতে
আমাদের শাসনতন্ত্রের প্রাসাদ তৈরী করা,
সাদা ও কালোর বিভেদে
মানুষের রক্তের জন্য মানুষকে উন্মাদ করা.
ওদিকে অন্তরীক্ষ যাত্রা, এদিকে এই নারকীয়তা,
ওদিকে সহাবস্থানের কথা, এদিকে জংলীপনা,
মুক্ত শরীর, বদ্ধ শ্বাস,
বেদনা, অশান্তি ও হাহাকার ভরা দীর্ঘনিঃশ্বাস,
হয়ত এসব আমরা চাইনি,
কিন্তু সময়ে এদের আমরাই জন্ম দিয়েছি
সহাস্য হাসিতে সূর্যাভিবাদনকারী কলিকে
সংস্কার নির্মাণের নামে
আমরা কি জীবন ভর হারিয়ে দিইনি?
এসব হতে জেনেশুনে চোখ বন্ধ করে
তুমি আমায় প্রশ্নের জন্য উসকাচ্ছ.
কিন্তু এদের কোনো জবাবও আছে?

১৬

আমি চাইনি
এই গাছ পোঁতা হোক,
সেও চায়নি
এই গাছ পোঁতা হোক,
তবুও
আমরা দু'জনে মিলে একে পুঁতলাম,
না চাইতেও
আমরা দুজনে একে সেঁচলাম,
পালন পোষণ করলাম,
ও একে বড় হতে দেখে
প্রাণ ভরে একে অন্যকে গালি দিলাম,
একে অন্যকে অভিশাপ দিলাম।

আজ যখন
এ মাটির গহন গভীরে
নিজের শেকড় ছড়িয়ে ফেলেছে,
ও আকাশের এক বৃহৎ অংশ
নিজের শাখা-প্রশাখায় ঘিরে নিয়েছে,

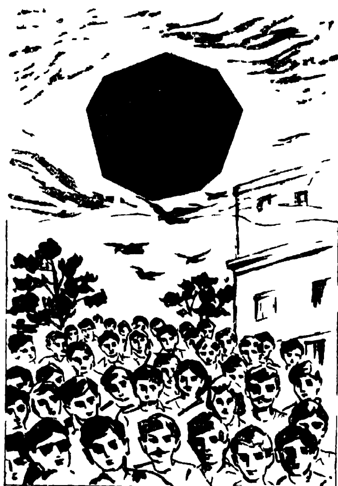
আমরা চাই
এতে ফুল না ধরে,
ফল না ধরে,
ফলে ফুলে কেউ ঠোঁট না লাগায়
এর শরীর
ধনেশ, কাঠঠোকরা
তাদের ধারালো ঠোঁটে ঝাঁঝরা না করে,
শকুন বক চিল
এর ওপর বিশ্রী বাসা না বাঁধে,
ছেলেরা ঢিল ফেলে ফেলে একে কষ্ট না দেয়,
ও রোদের তাত হতে বাঁচবার জন্য
এর ছায়ায় জড় হয়ে পড়োসীরা
আমার দুর্দিনের বিষয়ে চর্চা না করে,
কিন্তু এসব এখন কি করে সম্ভব?
কি করে সম্ভব?

১৭

অন্ধ গলি ঘুঁজিতে
যাদের সঙ্গে খেলতাম
আলোকিত পথের ওপর
তাদের মুখ চেনা যায় না,
এখানেত চেনা জানা
ধুঁয়া,
    কোলাহল,
        ভিড়,
            প্রতিস্পর্ধা,
                মন খিঁচাখিঁচি,
                    ও প্রবঞ্চনা,
অন্যের সঙ্গেও, নিজের সঙ্গেও,
আমি কি কোনো সহরে এসে গেছি?

১৮

বালির টিলার ওপর
ঘর বানাতে থাকি,
ভুলের পুনরাবৃত্তি করতে থাকি।
সামনের ময়দানে
চেঁচাতে থাকা মিলের ভেঁপুতে
অনাথ শিশুর মত কাতরাতে থাকা সহর!
শিকারের সন্ধানে
এদিক ওদিক ঘুরতে থাকা সাপের মত
ঘণ্টাতে থাকা সহর!
সভ্যতার নামে
চোট খাওয়া গিরগিটির মত
রঙ বদলানো সহর!
নিমের ছায়ার নীচে
ঘাম শুকুতে থাকি,
বালির টিলার ওপর ঘর বানাতে থাকি,
সত্য সত্যই কি
কোনো ভুলের পুনরাবৃত্তি করতে থাকি!



ভিড়ে ভরা চোখ

প্রথম প্রকাশ : ১৯৭৫

১

উড়তে থাকা দিক্‌গুলোয়
ডানা ছাঁটা পাখী
বার বার ফাঁকি দিয়ে যায় চোখকে
আর আমিও
পাগল হয়ে উঠি
নিজের ডানা ছাঁটাবার জন্য।
তুমিই বল
পার্থক্য কি শেষ পর্যন্ত
ঘর
ও বন্দীঘরে
এক নাম ছাড়া?
দিক্‌গুলো সত্য,
আকাশ তার চেয়েও বড় সত্য,
কিন্তু আমার কাছে
আর কোনো সত্যও কি আছে
ডানার চেয়ে বড়?

২

চৌরাস্তা পর্যন্ত আসতে আসতে
থমকে দাঁড়ায় সব রাস্তা;
বুকের ওপর ছোরা ধরে বলা হয় আমাকে
তাদের মধ্যে কোনো একটি
পছন্দসই নতুন করে আবার বেছে নিতে।

যখন ভালো ভাবেই জানি
এই বেছে নেবার পরিভাষায় জড়িয়ে গিয়ে
অন্ধকার গুহা হতে অন্তরীক্ষ পথ পর্যন্ত
নিজেদের মধ্যে ভাগ হতে থাকি আমরা;
কোনো একটিকে বাছতে থাকি
আর কাটতে থাকি শেষ সবার হতে।
বেছে নেবার নামই যে কাটা
তা কবে জানা ছিল!

আর কবে জানা ছিল
আলোর নামে
অন্ধকারকে এমনভাবে টুকরো টুকরো করে দেওয়া হবে,

খাড়া করা হবে স্বচ্ছ অন্তরাল
চোখ ও ডানার মধ্যে।

এখন চোখ অবশ্য আমার আছে
কিন্তু তাতে পোরা আলো
বন্ধক রাখা আছে অন্যের কাছে
যা ছাড়াবার নিষ্ফল প্রয়াসে

রেখে যাচ্ছি আমি
অস্তিত্বের খণ্ড-খণ্ড টুকরো।

সমস্ত আকাশ
ফেলে দেওয়া হয়েছে আমার মাটির ওপর,
আমায় এই বলে ফুসলানো হচ্ছে যে
কোনো পার্থক্যই নেই
রুটি ও মানুষের রক্তে।

এখন আমি বুঝতে পারছি পরিষ্কার
আলোর এই ষড়যন্ত্রে
কত সুবিধাজনক অন্ধকারে বেঁচে থাকা।

আর এও এখন অজানা নেই
আমার নিয়তি
পানে রাখা তামাকের চেয়ে বেশী নয়
যা জিভের ওপর রেখেই পিচ করে ফেলে দিতে হয়
প্রতিবেশীর দেওয়াল রাঙাবার জন্য।

ক্রান্তির রঙ্ লাল
বেছে নেওয়া হয়েছে।

৩

দিন দিন কুকুর কম হয়ে যাচ্ছে এই শহরে,
নেকড়ের সংখ্যা বেড়ে চলেছে,
কেবল সেই কুকুরদেরই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বাঁচবার জন্য
যারা বশংবদ হয়েছে এই নেকড়েদের,
গলায় যারা পরে নিয়েছে প্রভুভক্তির বকলস,
মালিকের জন্য
যারা সব সময় তৈরী—
ঘেউ ঘেউ করতে,
ঝাঁপিয়ে পড়তে,
কেটে খেতে।
এদের ছাড়া অন্য সব কুকুরদের
ঘোষণা করা হয়েছে বেওয়ারিশ;
ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাদের
শহরের বাইরের কোনো বদ্ধ ঘেরায়
বিষ দেওয়া রুটি খেয়ে
ছট্‌পটিয়ে মরবার জন্য।
এই সহর যেমন যেমন সভ্য হচ্ছে,
কম হয়ে যাচ্ছে দিন দিন কুকুর
নেকড়ের সংখ্যা কেবল বেড়ে চলেছে।

৪

আমার মধ্যে রয়েছে এক গান,
তাকে শুনতে পেলাম না,
হাতে নিলাম বীণা।

আমার মধ্যে রয়েছে এক রূপ,
তাকে দেখতে পেলাম না,
হাতে নিলাম ফুল।

আমার মধ্যে রয়েছে এক আনন্দ,
তাকে অনুভব করতে পারলাম না,
ঝরণার ধারে গিয়ে বসলাম।

সবখানে এই বিরোধাভাস,
কখনো কি হবে এর অবসান?

৫

প্রভুর দরজায়
প্রার্থনা করলাম জীবন ভর
কিন্তু কোনো প্রার্থনাই করতে পারলাম না
নিজেকে আলাদা রেখে।

জীবন যুদ্ধে
সাহসের সঙ্গে সম্মুখীন হয়েছি ভীড়ের
কিন্তু পারিনি সম্মুখীন হতে নিজের
কখনো একান্তে।

৬

যখনই কড়া নড়ে ওঠে
    বাইরের দরজায়,
মনে জাগে ভয়।
কে হতে পারে বাইরে?
সে তো নয়,
    যে আমার অন্তরে?

৭

ভেতরে ভেতরে জমে ওঠা মেঘের
মুক্তির জন্য চাই আকাশ,
কেবল আকাশ।
কিন্তু কি আছে তোমার কাছে?

ভেতরে ভেতরে জমে ওঠা মেঘের
মুক্তির জন্য চাই বিশ্বাস,
কেবল বিশ্বাস।
কিন্তু কি আছে তোমার কাছে?

আমি জানি,
না আছে তোমার কাছে আকাশ,
না বিশ্বাস,
তুমি আমার হাতে দিতে পার কেবল
এক টুকরো ইতিহাস।
কেমন উপহাস!

৮

সত্যের হত্যার জন্য
প্রয়োজন নয়
রাইফেল ও তলোয়ার,

এইটুকুই যথেষ্ট
জোরে জোরে বলে ওঠা
সত্যের জয়-জয়কার।

৯

মনে হচ্ছে আমার
　　দিন দিন ছোট হয়ে যাচ্ছে এই কামরা,
　　　　দেওয়াল আরো উঁচু হয়ে উঠছে,
　　　　　　আর জানালা পরিবর্তিত হচ্ছে ঘুলঘুলিতে।

বন্ধ দরজার মরচে
　　　　　　আরো ভারী হয়ে উঠছে,
আর আমি দিন দিন বামন হয়ে যাচ্ছি।

লাফিয়ে ঝাঁপিয়েও
　　　　　　আর দেখতে পাইনে প্রতিবেশীর মুখ,
কেবল একজনের চিৎকারই
　　　　　　পৌঁছতে পারে আর একজনের কাছে।
আমি জোরে চিৎকার করে বলি—
　　"আমি তোমাদের ভালবাসি,
　　　　এখানে চলে এসো।"
ওদিক হতেও সেই চিৎকার আসে,
　　"আমিও তোমাদের ভালবাসি
　　　　তুমি চলে এসো।"

আমি আবার চিৎকার করি—
"এখানে খুব আলো আছে,
তুমি চলে এসো।"
সেই উত্তরই আবার আসে
"এখানেও খুব আলো আছে,
চলে এসো।"
আর তারপরের চিৎকার
ভেঙে যায় পরস্পরের ঘাতপ্রতিঘাতে,
ঘর অন্ধকার হতে থাকে।
দেওয়াল আলো।

আর আমরা
একজনের ওপর দিয়ে আর একজন হামাগুড়ি দিয়ে যেতে গিয়ে
আহত হয়ে এসে পড়ি
নিজেদেরি মৃতদেহের ওপর।

১০

ডানাই গেছে
যখন
উড়বার,
তখন কার জন্য এই খাঁচা ?
কেন বন্ধ
এই দ্বার ?

১১

সংঘর্ষ

গতির,

কখনো সিঁড়ির নয়।

সংঘর্ষ

দৃষ্টির,

কখনো প্রজন্মের নয়।

গতি বদলে যাক

সিঁড়ি বদলাবার প্রয়োজন নেই।

দৃষ্টি বদলে যাক

প্রজন্ম বদলাবার প্রয়োজন নেই।

১২

হাসতে থাকা গোলাপকে
ঝুলতে যখন দেখলাম ডালে,
ভালবেসে
আটকে নিলাম কোটের বোতামে ;
একটু পরেই
দুমড়ে মুচড়ে
ফেলে দিলাম তাকে আবর্জনার স্তূপে,
আমরা কি এমনি আবর্জনা করি না সর্বদা
ভালবাসার ?
এমনি দুমড়ে মুচড়ে ?

১৩

তোমার ছবি

প্রতারিত করেছে অবশ্য আমাকে

কিন্তু

কেবল একবার।

আর তুমি?

যতবার আসছ

প্রতারিত করছ।

১৪

প্রতিবারেই চোখে ভেসে যায়
অন্য কোনো মুখ,
নিজের মুখ
কোথায় দেখতে পেল আজ পর্যন্ত
ভিড়ে ভরা এই চোখ?

১৫

বাইরের নয়

জয় করলেন যিনি ভিতরের যুদ্ধ,

তাঁদের মধ্যে

কেউ হলেন মহাবীর,

কেউ বুদ্ধ।

১৬

অর্থ-শূন্য অর্থের মধ্যে দাঁড়িয়ে
শূন্যকে স্পর্শ করা এক অর্থ-পূর্ণ অর্থ!
সত্তা,
    শক্তি,
        বিজয়দর্পের মূল্যকে
স্বীকারাত্মক নঙর্থে পরিণত করতে করতে
    তুমি জন্ম দিলে নঙর্থক এক স্বীকৃতির,
    (এ কথা বিবশ হয়েই বলছি,
        এ তোমার কাজ নয়)
তোমার ললাট হতে চুঁয়ে চুঁয়ে
    বিন্দু হল প্রবাহ,
        কিন্তু তুমি প্রবাহ হলে না।
তোমার মাথা ছুঁয়ে ছুঁয়ে
    সময় হল পরম্পরা,
        কিন্তু তুমি পরম্পরা হলে না।

আজ আমার মনে হচ্ছে
    তোমায় নির্দেশকারী সব অর্থ
        হয়ে গেছে নিরর্থক,

আমি সেই এক অর্থের খোঁজে
হারিয়ে গেছি নওর্থে।

তুমি—
এক সম্পূর্ণ অর্থ কেবল এজন্য
কারণ কোন অর্থই বার হয় না তোমা হতে।
তুমি এমন এক মহাযাত্রী
সময় চলে যার সাহায্যে,
কিন্তু নিজে যে কখনো চলে না।

[শ্রবণ বেলগোলার ৫৬ ফিট উঁচু ভগবান বাহুবলীর বিশালকায় প্রতিমার চরণে বসে লিখিত]

১৭

যখন ভিড়ে থাকি ভালো লাগে নিঃসঙ্গতা,
যখন নিঃসঙ্গ
তখন ভালো লাগে ভিড়।

১৮

বন্ধকরা চোখে
ভেসে আসে ভিড়—
চিল্লাতে চিল্লাতে যা চলেছে
নিজের নিজের প্রশ্নের উত্তর দাবী করে;
ভাবি,
কত বোকা এই মানুষ,
কোনো প্রশ্ন
কি কখনো প্রতীক্ষা করে
কোন উত্তরের?

১৯

মাড়িয়ে চলে নীড়
পায়ের তলায় ভিড়,
দিগ্‌বিদিক ভুলে যা
ছুটছে নীড়ের সন্ধানে ;
আকাশ কত ছোট
বামন মানুষের সামনে।

২০

কুন্নুর—

নীলগিরিকে সভ্য ও সুসংস্কৃত করার
এক প্রয়াস ;
ধাপকাটা পাহাড়ের গায়ে
সবুজ রঙ ছড়ানো চায়ের বাগান,
এক সারে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে
এক জাতীয় গাছ,
ব্যবস্থিত ঝিলে ও খালে
এদিক ওদিক ছুটে চলেছে জল ;
যেখানে ইচ্ছে
সেখানে কেউ গজাতে পারে না,
যেদিকে ইচ্ছে
সেখানে কেউ উঠতে পারে না,
এক ছাঁচে ঢালা,
এক সারে গজানো,
এক লাইনে দাঁড়ানো,
সুরম্য অধিত্যকায় চটকদার বন্দী সৌন্দর্য ;
কিন্তু কোথায় প্রাণের স্পন্দন ?
সর্বত্র জড়তার বন্ধন !

২১

নীল সাড়ী পরা অন্তঃহীন অধিত্যকা ঘেরা
সামনে ছড়িয়ে রয়েছে দূর অবধি নীলগিরির অরণ্য,
    চারদিকে গাছ উঠেছে মাথা উঁচু করে,
        অনামা যত গাছ,
যেন আকাশের সঙ্গে কথা কইছে;
পরস্পর গায়ে গায়ে লাগা
    তবুও পরস্পর পৃথক,
যার যেখানে ইচ্ছে
    গজিয়ে উঠেছে,
যার যেখানে ইচ্ছে
    ছড়িয়ে গেছে,
যে যতটা পেরেছে
    আকাশ ঘিরে নিয়েছে,
নিজেকে ফলে ফুলে বিকশিত করবার
    অবকাশ খুঁজে নিয়েছে।
আর লতা—
    ইচ্ছে মত্যো লতিয়ে গেছে,
ছড়িয়ে গেছে,
    গাছের গায়ে জড়িয়ে গেছে,

যেখানে মন চেয়েছে

পাথর জল হয়ে গড়িয়ে গেছে,

কোথাও মৌন মূক,

কোথাও উদ্ধত মুখর।

এরা সভ্যতার কেউ ধার ধারে না,

সংস্কৃতির কেউ নাম জানে না,

তবু কণায় কণায় ছলকে ওঠে সৌন্দর্য,

পাতায় পাতায় টপকে পড়ে সরলতা, সৌকুমার্য।

স্বাতন্ত্র্য কি

বাঁচতে পারে

কোনো মডেলে আবদ্ধ হয়ে?

[দক্ষিণ ভারতের পদযাত্রার সময় নীলগিরির অরণ্যে বসে লেখা]

প্রথম ছত্রের সূচী